PG-HI-5th.

প্রঃ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব প্রথম কেন সংগঠিত হয়েছিল ? তাকে কি কেবল বর্হিদেশীয় উপাদান দ্বারা ব্যাখা করা যায় ?

Ans.: সূচনা : ইউরোপীয় মহাদেশে ইংল্যান্ডেই প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, রাশিয়া বা আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় আরও অর্ধশতাব্দী পরে। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়া সম্পর্কে পন্ডিতরা কয়েকটি কারণের উল্লেখ করলেও সব বিষয়ে তাঁরা একমত নন। আসলে কোনও একটি বিশেষ কারণ দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। শিল্প বিপ্লব কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উৎপাদন বৃদ্ধি নয়। নতুন মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং বিভিন্ন উৎপাদনের সম্বন্বয়ে এই বিপ্লব আসে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর কিছু কিছু উপস্থিত থাকলেও একমাত্র ইংল্যান্ডেই এর সবগুলি ছিল। এই কারণে এখানে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ অনেকে ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানকে সে দেশে প্রথম শিল্পায়নের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। (১) ইংল্যান্ডের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের উপযোগী ছিল। এই ভিজে আবহাওয়া সুতো ভঙ্গুর হত না। (২) এছাড়া, ইংল্যান্ডের নদী ও জলপ্রপাতগুলি জলশক্তিচালিত যন্ত্রচালনার সুবিধা করেছিল। (৩) দক্ষিন ইংল্যান্ডে প্রবল বেগে বহমান বায়ুশক্তির দ্বারা বায়ুকলগুলি চালাতে সুবিধা হয়। (৪) প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডে কয়লা ও লোহার সঞ্চয় শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। কয়লা ও লোহার খনির কাছাকাছি অবস্থানেও শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়। (৫) ইংল্যান্ডের খালগুলি বিভিন্ন নদীকে যুক্ত করায় কংাচনাল ও পণ্য চলাচলে অনেক সুবিধাজনক হয়। এইসব কারণে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। অধ্যাক হবস্বম্ এই মনেতর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন যে, (১) ইংল্যান্ডের মতো স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ইউরোরে অন্যান্য অনেক জায়গাতে থাকলেও সেইসব স্থানে শিল্পবিপ্লব ঘটেনি। (২) জার্মানির সাইলেশিয়ায় কয়লা এবং রূঢ় জেলায় যথেষ্ট লোহা থাকা সত্ত্বেও সেখানে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। (৩) স্কটল্যান্ডের যথেষ্ট জলশক্তি এবং হল্যান্ডে বায়ুশক্তি থাকা সত্ত্বেও ওই সব স্থানে শিল্প বিপ্লবের বিকাশ ঘটেনি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি : অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। (১) এই বর্ধিত জন্যসংখ্যার জন্য গ্রামে কোনও কর্মসংস্থনের সুযোগ ছিল না। এই কারণে কর্মসংস্থানের আশানয় তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেব এব কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। (২) এছাড়া, এ সময় ইংল্যান্ডে এনক্লোজার মুভমেন্ট বা বেষ্টনী প্রথা-র ফলে ধনী ভূস্বামীরা ছোটো ছোটো মালিকানাধীন জমি কিনে নিজেদের জমির আয়তন সম্প্রসারিত করে তা ঘিরে ফেলেন। এই সব জমিতে মেষপালন করে লাভজনক পশমের ব্যবসা শুরু হয়। এর ফলে বহু কৃষক কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। একদিকে গ্রামের বর্ধিত জনসংখ্যা ও অন্যদিকে কৃষকেরা কর্মসংস্থনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে থাকেন এবং বিভিন্ন কলকারখানায় নামামতর মজুরিতে শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের জোগান যেমন সহজলভ্য হয়, তেমনি স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়।

কৃষি বিপ্লব : অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৩০ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বাড়ে ৭%। এ সময় খাদ্য ও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন পাড়ে ১০%। এককথায়, এসময়ে ইংল্যান্ডে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যায়। (১) এর ফলে শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিকদের জন্য সস্তায় খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। শিল্প বিপ্লবের সূচনায় শ্রমিকদের মজুরি ছিল খুলব কম। কৃষি বিপ্লবের ফলে সস্তায় খাদ্য সরবরাহ না করা হলে, কম মজুরিতে শ্রমিক সংগ্রহ কর সম্ভব হত না। (২) কৃষি বিপ্লবের ফলে গ্রামের কৃষকদের জীবনে স্বচ্ছলতা।াসে। স্বচ্ছল কৃষকরা শিল্পদ্রব্যাদি কিনতে সক্ষম হয়। এরফলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরি হয়।

কাঁচামাল, বাজার ও মূলধন : শিল্প বিপ্লবের জন্য তিনটি প্রজোজনীয় উপাদান হল – কাঁচামাল, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন বিস্তৃত বাজার ও মূলধন। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এর কোনোটিরও অভাব হয়নি। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংল্যান্ডের উপনিবেশি স্থাপিত হয়। এইসব অঞ্চল থেকে ইংল্যান্ড অবাধে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করত এবং তার উৎপাদিত পণ্যাদি ও সেখানে বিক্রি করত। এইভাবে এইসব স্থানে ইংল্যান্ডের একচেটিয়া বাজার গড়ে ওঠে। এইসব বাজারে কার্যত একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংরেজ বণিকরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। তারা ভারত ও চিন থেকে নানা বিলাস - -দ্রব্য আমদানি করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত এবং প্রচুর মুনাফা লুঠত। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার ধনভান্ডার ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসে। এইসব কারণে ইংরেজ বণিকদের কখনোই মূলধনের কথা চিন্তা করতে হয়নি।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের পরেও ইংল্যান্ড বেশ কিছু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এই যুদ্ধগুলি ইংল্যান্ডের বাইরে সংঘটিত হওয়ার যুদ্ধের কোনও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ইংল্যান্ডের উপর পড়েনি। এছাড়া, ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী, যার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের নৌবাহিনীর কোনও তুলনা চলে না। ফ্রান্স ও জার্মানিতে তখন কোনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না। এর ফলে এইসব দেশে শিল্প বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যানেডর বহু পূর্বেই ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়, কিন্তু ফরাসি বিপ্লব এই প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক এল.সি.এ নোলেস বলেন যে, ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফরাসি শিল্পগুলি ধ্বংস না হলে ফ্রান্সই শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত হত।

সামাজিক গতিশীলতা : ইংল্যান্ডের মুক্ত সমাজ ও সামাজিক গতিশীলতা শিল্প বিপ্লবের অন্যতম সহায়ক ছিল। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের দেশগুলি বিভিন্ন প্রকার মধ্যযুগীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রাসিয়ায় ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। অগণিত মানুষের বন্ধন ছিল ভূমির সঙ্গে মানুষ শিল্পের পথে অগ্রসর হতে পারে নি। ফ্রান্সের অভিজাত সমাজের মানদন্ড ছিল ভূমি-শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : ইংল্যান্ড ছিল সমুদ্রবেষ্ঠিত দ্বীপপুঞ্জ। (১) সমুদ্রপথে সারা বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপন সহজ ছিল। তার ভালো এবং উন্নত মানের জাহাজ ও বন্দর ছিল। (২) ইংল্যান্ডের দীর্ঘ উপকূলভাগ ছিল ভগ্ন। এর ফলে এইসব স্থানে গড়ে ওঠে প্রচুর বন্দর। এইসব বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের জন্য অনেক খাল খনন করা হয়। (৩) এছাড়া বহু রাস্তাও নির্মিত হয়। এককথায়, স্বদেশ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই যোগাযোগ শিল্প বিপ্লবের পক্ষে সহায়ক হয়।

বাণিজ্য নির্ভরতা ঃ ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংল্যান্ডই সপ্তদশ শতকে কৃষি-নির্ভরতা ত্যাগ করে বাণিজ্য নির্ভর হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্যে তার ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের ফলে ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার আসে। বাণিজ্য লব্ধ বিপুল মুনফা বিভিন্ন কলকারাখানা ও শিল্পে বিনিয়োগ করা হতে থাকে। দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে ইংল্যান্ডে ব্যাপক শিল্পায়ন শুরু হয়। অধ্যাপক হবস্বম্ বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়ে ইংল্যান্ডের বহির্বাণিজ্যের কথা তুলে ধরেছেন।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ঃ ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধের ফলে মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে নেতৃত্ব কায়েম করে এবং শিল্প বিপ্লবেও তাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা পার্লামেন্টে সরকারকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্য করতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ সরকার দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্প পতিদের নানাভাবে সাহায্য করে। আমদানিকৃত বিদেশি পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার – বস্ত্রশিল্প : এই অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু সময়োপযোগী আবিষ্কার, না শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পেরই প্রথম যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন কে 'উড়ন্ত মাকু' বা 'ফ্লাইং শাটল' নামে কাপড় বোনাব এক উন্নত মানের যন্ত্র আবিস্কার করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে হারিগ্রভস আবিষ্কার করেন শুতো কাটার উন্নত যন্ত্র 'স্পিনিং জেনি'। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে এডমন্ড কার্টরাইট আবিষ্কার করেন পাওয়ার লুম বা যন্ত্রচালিত তাঁত। এইসব আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পে এক যুগান্তর আসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হয়।

শিল্পের প্রসারে লোহা ও ইস্পাতের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ। ১৭৬০ খ্রিঃ জন স্মিটল আবিষ্কার করেন 'ব্রাস্ট ফার্নেস'। হেনরি বেমেমার আকরিক লোহাকে শোধন করে ইস্পাত তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন। খনিগর্ভে নিরাপদে কাজের জন্য হামাত্র ডেভি আবিষ্কার করেন 'সেফটি ল্যাম্প'। এইসব যুগান্তকারি আবিষ্কারের ফলে কয়লা ও লৌহ ইস্পাত শিল্পে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিার হয়।

১৮১১ খ্রিস্টাব্দে টেগফোর্ড ও জন ম্যাকডাম পিচ রাস্তা তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন। জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এরফলে পরিবহন শিল্পে যুগান্তর আসে। জেমস ব্রিন্ডলে খাল ও ক্যানাল খনন করেন এরপর বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নতি ঘটে।

এইসব উপাদানকে কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড প্রথম শিল্প বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়।

প্রঃ শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে বিসমার্কের নীতি কি ছিল বা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সংগ্রাম

Ans.: সূচনা : ১৮৭৫ খ্রিঃ জার্মানি গঠিত হয় 'জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল'। জার্মানি রাজনীতির উপর এই দল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, তারা শ্রমিক শ্রেণিকে জাতির 'সম্পদ' ও সংস্কৃতির মূল উৎস বলে ঘোষণা করে, তারা জার্মানীতে সর্বহারা শ্রেণির শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলো, এই দলের ঘোষিত কর্মসূচী ছিল সার্বজনীন নিয়োগ নিষিদ্ধ করন, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি। সমাজতন্ত্রীদের

এই ঘোষিত কর্মসূচির জন্য তারা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাভাবিক কারনে বিসমার্ক এতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন ও সমাজতন্ত্রীদের বেআইনি ঘোষণা করেন। সমাজতন্ত্রীদের সকল পুস্তক ও পত্রিকাগুলি বন্ধ করে দেন।

শ্রমিক কল্যাণ নীতি প্রনয়ন : দূরদর্শী বিসমার্ক উপলব্ধি করেন কেবলাত্র দমনমূলক নীতি অনুসরণ করলেই সমাজতন্ত্রীদের কবল থেকে জার্মানি রাজনীতিমুক্ত হবে না। তাদের প্রধান সমর্থক হল শ্রমিক শ্রেণী এই দল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন দাবি জানায়, তিনি শ্রমিকদের মনে এই ধারণা আনার চেষচা করেন সরকার তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তিনি অনুভব করেছিলেন জার্মানি শ্রমিক শ্রেণী অসুস্থ হলে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, বৃদ্ধ অবস্থায় পেনশন দিলে এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বীমা ব্যবস্থা করেন তারা সমাজতন্ত্রীদের করণ থেকে মুক্তি পাবে।

এইজন্য তিনি শ্রমিক কল্যাণমূলক বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসুস্থ শ্রমিকদের বীমা ব্যবস্থা, দুর্ঘটনাজনিত বীার প্রচলন ও বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করা, এই সব ব্যবস্থাকে 'State Socialism' বলা হয় তার এই উদ্যোগ পরবর্তীকালে জনকল্যাণূলক রাষ্ট্রের আবির্ভাবেসর পথকে উন্মুক করেছিল। তচার এই শ্রমিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রবর্তন করেছিল।

মূল্যায়ন ঃ বিসমার্কর শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচি অবশ্যই প্রশংকার যোগ্য। কিন্তু তিনি জার্মান রাজনীতি থেকে সমাজতন্ত্রীদের মুছে দিতে পারেনি। বরং দেখা যায় সমাজতন্ত্রীরা আরও সংঘবদ্ধ হয় এবং জার্মান রাজনীতিতে তাদের শিখর আরও প্রসারিত হয়। সমাজতন্ত্রীরা বিসমার্কের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেছিল তাদের প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল বিসমার্কের শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী যথোপযুক্ত নয়। কাথ্যালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিসমার্ক যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন একইভাবে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও তিনি বিফল হন। তার ব্যর্থতার মল কারণ হল তিনি জার্মান জনগণের আশা আকাঙ্খার মূল্য দিতে চাননি। জার্মানীকি ঐক্যবদ্ধ করে স্বেরাচারি শাসন চালু করেন গণতান্ত্রিক আদর্শকে অগ্রাহ্য করে তিনি জার্মান জাতির বিরাগভাজন হন। তবে একথা ঠিক বিসমার্কের 'শ্রমিক কল্যাণ নীতি' জার্মানিকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রশ্ন : জার্মানীর ঐক্য ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্টের গুরুত্ব কি ছিল?

উঃ ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্টের গঠন : 1848 খ্রিঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির সর্বত্র গণ আন্দোলন শুর। আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 1848 খ্রিঃ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের পার্লামেন্টে নির্বাচিত 500 জন প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্টে এক প্রস্তুতি সভায় মিলিত হন। এই প্রস্তুতি সভা Vor Parliment' নামে খ্যাত। 31 মার্চ থেকে 4 এপ্রিল পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। এখানে স্থির হযে জার্মানীর প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-নারীর ভোটে সমগ্র জার্মানীর জন্য একটি পার্লামেন্ট গঠিত হবে। বিভিন্ন জার্মান রাজ্য থেকে নির্বাচিত 586 জন প্রতিনিধি নিয়ে সমগ্র জার্মানির জন্য গঠিত এই নতুন সভা 1848 খিঃ 18 মে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অধিবেশন বসে। নবগতি এই সভা 'ফ্রাঙ্কফোর্ট' পার্লান্টে নামে পরিচিত। কোনবি এই সভাকে 'ব্লিবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত পুষ্প' বলে অভিহিত করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য : এই সভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার লেখক ও আইনজীবী এখানে কৃষক ও শ্রকিমদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। এই পার্লামেন্টে শ্রেণিচরিত্র মূলত পাতি বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত। এই পার্লামেন্টের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এর জন্য একটি সংবিধান রচনা করা।

গুরুত্ব ঃ ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্ট দীর্ঘ এক বছর আলাপ আলোচনার বির্তকের পর এই সভা প্রাশিয়ার অধিপতি চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর রাজমুকুট গ্রহণের জন্য আবেদন জানায় প্রাশিয়ার রাজা তা গ্রহণে অসম্মত হন। তিনি বলেন যে, বিপ্লবীদের হাত থেকে গ্রহণ করা সিংহাসন তার কাছে হবে 'dog collar' এছাড়া পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে বাগাড়ম্বর, ভুলনীতি, মত পার্থক্য বিভিন্ন ার্মানীর রাজ্য ও অস্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধিতায় এই পার্লামেন্ট ব্যর্থ হয়।

কার্ল মার্কস একে 'Assembly of old women' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যথতা সত্ত্বেও এই পার্লামেন্টের গুরুত্বকে অস্বকার করা যায় না। এই পার্লামেন্ট জার্মানীতে একটি ভাবগত ঐক্য গড়ে তোলে। জার্মানীর ঐক্য যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে আসবে তা নির্ধারিত হয়। পিডমন্টের নেতৃত্বে ইটালির ঐক্য যেভাবে হচ্ছে প্রাশিয়াও সেই ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই বিশ্বাস জার্মান জাতির মধ্যে প্রবল ভাবে সঞ্চারিত হয়। অস্ট্রিয়া যে জার্মান ঐক্যের পথে বড় বাধা এমন অনুধাবন করতে কারও বেশি সময় লাগেনি ডেভিড টমসন বলেন যে, "এই সভা ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক কণ্ঠস্বর', কিন্তু সেই কান্না ছিল পুরোপুরি ব্যর্থ।

প্রশ্ন : সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদের উপর একটি টীকা।

Ans.: সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ঃ নিকটপ্রাচ্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ।জাতীয়তাবাদ দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ বল্কান অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল। এখানকার নাগরিকরা ছিল জাতিগত দিক দিয়ে খ্রিষ্টান। সেজন্য তারা ইসলাম ধর্মীয় তুর্কী শাসনকে মেনে নিতে রাজি ছিল না। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বল্কান অঞ্চলে খ্রিষ্টান জাতিগুলি তুরস্কের অধিনতাকে অস্বীকর করেছিল, এই আন্দোলন প্রথম হয় সার্বিয়াতে।

কারা জর্জের নেতৃত্ব ঃ তুর্কী সুলতানের অপশাসন ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 1804 খ্রিঃ স্বার্বিয়াতে আন্দোলন শুরু হয়। তুরস্কের স্লাভ ভাষাভাষী মানুষের অবস্থান সার্বিয়াকে এই আন্দোলনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। সমগ্র ইউরোপ যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল তখন 1804 খ্রিঃ শূকর ব্যবসায়ী কারা জর্জ এর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুর হয় তার লক্ষ্য ছিল সার্বিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী স্লাভদের নিয়ে এক নতুন সার্বিয়া গঠন করা। পার্শ্ববর্তী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বেশ কিছু স্লাভ বসবাস করত এর ফলে অস্ট্রিয়া এই আন্দোলনের বিরোধি ছিল। দীর্ঘ ১৩ বছর আন্দোলন চলার পর কারা জর্জ আততীয়র গুলিতে নিহত হন।

মিলোস ওবরেনোভিচের নেতৃত্ব : কারা জর্জের মৃত্যুর পর সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এক সময় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মিলোস ওবরেনোভিজ। এই সময় রাশিয়া নেপোলিয়ান ভীতি থেকে রক্ষা পেলে রুশ-সার্বিয়া সহযেগিতা বৃদ্ধি পায় এবং রুশ সহযোগিতার ফলে তুরস্ক সার্বিয়ার প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণে বাধ্য হয়। 1820 খ্রিঃ তুর্কী সুলতান ওবরেনোভিচকে 'সার্বিয়ার যুবরাজ' বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

উপসংহার ঃ ওবরেনোভিজ 'সার্বিয়ার যুবরাজ' স্বীকৃতি পেলে সার্বিয়ার আংশিক স্বায়ত্বশান প্রতিষ্ঠিত হয়। ওবরনোভিচ স্বশাসিত সার্বিয়ার প্রথম শাসক মনোনীত হন। পরবর্তীকালে রুশ প্ররোচনায় সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং সার্বিয়া স্লাভ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়।

প্রশ্নঃ সংস্কৃতির সংগ্রাম বা কুন্টুর ক্যাম্ফ ।

উঃ জার্মানীকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিসমার্ক সংহতি বিনাশকারী সক্তিগুলোকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেন। তার বিবেচনায় জার্মান ক্যাথলিকরা ছিল সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনাশকারী শক্তি। স্বাভাবিকভাবে তিনি ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রতন হন। এই সংগ্রামকে বলা হয় সভ্যতার সংগ্রাম বা 'Kultur Kampf"। এই সংগ্রাম জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনকে বিপদগ্রস্ত করেছিল।

সংগ্রামের কারণ : বিসমার্ক ও ক্যাথলিক চার্চ তারা পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখত। বিসমাক চাননি জার্মানির নাগরিক্সা পোপের প্রতি আনুগত্য দেখাক। অন্যদিকে ক্যাথলিকরা বিসমার্কের আচরণে বিরক্ত ছিল। তিনি যে ভাবে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মতো ক্যাথলিক রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তাতে ক্যাথলিকরা ক্ষুব্ধ হয়। 1871 খ্রিঃ জার্মারি ঐক্যের সাথে সাথে ইটালিও ঐক্যবদ্ধ হয় পরিণতিতে সোপ রোম ও তার সন্নিহিত এলাকার উপরে প্রভুত্ব হারায়। জার্মান ক্যাথলিকরা বিসমার্কের কাছে আর্জি জানান তিনি যেন পোপের পটটাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু বিসমার্ক তাতে কর্ণপাত করেননি। বিসমার্কের মনে হয় জার্মান ক্যাথলিকরা রাষ্ট্র বিরুদ্ধ কাজ করছে। তারা জার্মানীর শত্রু রাষ্ট্র। ফ্রান্সকে সহযোগিতা করছে। ফলে তিনি ক্যাথলিকদের দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সংগ্রামের সূত্রপাত ঃ এই সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করেছিল পোপ নবম পায়াম কর্তৃক 'অভ্রনুবাদ ঘোষণা'। এই ঘোষণার প্রকৃত অর্থ ছিল রাষ্ট্রের আইনের সাথে পোপের অনুশাসনের বিরোধ দেখা দিলে পেপের ঘোষণাই কার্যকর থাকবে। পোপ ঘোষণা করেন তার আদেশ অমান্যকারিদের তিনি ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করবেন। এই ভাবে তিনি মধ্যযুগের পোপতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বিসমার্কের দমনমূলক নীতি : বিসমার্ক উপলব্ধি করেন যে জার্মান গীর্জার উপর পোপের আধিপত্য স্বীকার করলে জার্মান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে। তাই তিনি দমনমূলক আইন দ্বার ক্যাথলিকদের নিয়ন্ত্রনে সচেষ্টন হন। ধর্মীয় উন্মাদ জেসুইটদের বিতাড়িত করেন। পোপেপ সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি 'মে আইন' দ্বারা জার্মান ক্যাথলিকদের জার্মান নাগরিক আইন মানতে বাধ্য করেন। এই আইন দ্বারা সিভিল ম্যারেজ ও জন্ম মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ বাধত্যামূলক করাহয়। ক্যাথলিক চার্চ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে সরাসরি পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। মে আইন লঙ্ঘনকারিদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তার 'সভ্যতার সংগ্রাম' এক যাজক বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয় । কুন্টুর ক্যাম্ফের অবসান : বিসামর্ক আশা করেছিলেন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি জয়ী হবেন। তিনি বলেছিলেন 'কানোসায় আত্মসমর্পনের দিন আর আসবে না'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নানাকারণে তিনি ক্যাথলিকদের সঙ্গে সংগ্রাম মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন। তিনি অনুভব করেন জার্মানির অভ্যন্তরে ক্যাথলিকদের থেকেও বেশি বিপজ্জনক হন সমাজতন্ত্রীরা। এই জন্য তিনি ক্যাথলিকদের প্রতি নরম হল এছাড়া এই সময়

আপোষবিরোধী পোপ নবম পায়াসের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নরমপন্থী ত্রয়োদশ লিও। বিসমার্কের পোপের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নেন এবং ক্যাথলিক বিরোধি আইনগুলি প্রতাহার করেন। পোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এইভাবে 'কুন্টুর ক্যাম্ফের' অবসান হয়।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে, ইংল্যান্ডে কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের পূর্ব শর্ত ছিল ?

উঃ সূচনা : ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও কৃষিবিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক দুটি বিষয়ই এক বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া যা শিল্প বিপ্লব নামে পচিতি, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

কৃষি বিপ্লবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঃ একথা সর্বজনিবিদিত যে ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লব এক কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্রিটিশ কৃষি বিপ্লবের চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথমত : মধ্যযুগীয় মুক্ত কৃষি জমিতে কৃষকদের দিয়ে কৃষি কাজের পরিবর্তে বড়ো সুপ্রতিষ্ঠিত এক ভূমি গঠন।

দ্বিতীয়ত : কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও নিবিড় পশুপালনের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ত ঃ স্বনির্ভর কৃষকদের কৃষি শ্রমিকে পরিণত হওয়া।

চতুর্থত : কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো অর্থাৎ একক পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করা।

কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ ইংল্যান্ডের কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল 1700 খ্রিঃ বীজ পোতা যন্ত্র ও 1730 খ্রিঃ রাদার হামের ত্রিকোনাকৃতি লাঙলের উদ্ভাবন। এছাড়া 1780 দশক থেকে ঝাড়াই যন্ত্রের ব্যবহারের সূচনা হয়। এগুলি কায়িক শ্রমকে কমিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল।

বেষ্টনি প্রথা : ইংল্যান্ডের কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে জমি বেষ্টনী ব্যবস্থা জড়িত ছিল। ব্যক্তিগত বেষ্টনি প্রথা টিউডর যুগ বা তার আগেও প্রচলিত ছল। 1810 খ্রিঃ 'সাধারণ জমি বেষ্টনি আইন' পাশ করে বাধ্যতামূলক জমি বেষ্টনের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) অনাবাদি জমিকে কৃষির আওতায় আনা, (২) কৃষিযোগ্য জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (৩) সাধারণ জমিকে লাভজনক বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা।

বেষ্টনি প্রথা ও শিল্প বিপ্লব : 1721 খ্রিঃ থেকে 1760 খ্রিঃ মধ্যে 75000 একক সাধারণ পশুচারণ ক্ষেত্র ও পতিত জমিকে বেষ্টনি প্রথার আওতায় আনা হয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময় তা বেড়ে দাঁড়য় 10 লক্ষ একর। ফিলিপ ডিন দেখিয়েছেন যে বেষ্টনি প্রথা সস্তা শ্রমের এক ভান্ডার তৈরি করে যা ছাড়া শিল্প বিপ্লব অসম্পূর্ণ এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়তো।

উপসংহার ঃ ইংল্যান্ডে কৃষি বিপ্লব শিল্প বিপ্লবের বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় একটা বড়ো অংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে এসেছিল তাই বড় ধরনের যুদ্ধের সমস্ত শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। সবক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, প্রযুক্তি ও কৃষি কেত্রের আসা পরিবর্তনগুলি, কৃষি বিপ্লবকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তা 1750 1850 খ্রিঃ মধ্যে অনেকটাই উন্নত ছিল। আর ঐ সময়কালে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ইংল্যান্ডে জনসমাজ বিপ্লবের উপর একটি টীকা লেখ ।

উঃ ডেমোগ্রাফি' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ডেমস' থেকে এসেছে। যার অর্থ জনগণ 'ডেমোগ্রাফি' শব্দটি মানব সমাজ বিষয়ে এক তথাগত। ও গাণিতিক গবেষণা অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'জনসমাজগত' বিপ্লব বলতে বোঝায় জনসমাজগত রেখার এক নাটকীয় উর্ধ্বগতি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে জন্ম ও মৃত্যুহার এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাকে ফরাসি জনসমাজবিদ এ্যাডলফ ল্যান্ড্রি এক জনসমাজগত বিপ্লব বলেছেন।

ফিলিপ ডিনের অভিমত : ফিলিপ ডিন তার 'The first Industrial Rvolution" গ্রন্থে বলেছেন যে, একটি প্রাক-শিল্পায়ন অর্থনীতিতে, জন্মহার সাধারণ প্রতি বছরে প্রতি হাজারে 35 থেকে 50 এর মধ্যে থাকে এই হার কয়েকটি উৎপাদন যেমন, সামাজিক অবস্থা, বিবাহের বয়স, শিশু শ্রমের চাহিদা, সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি ও পতন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, মহামারি ও অনান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এ সত্ত্বেও একটি প্রাক্-শিল্পায়ন অর্থনীতিতে জনসংখ্যা প্রতি বছর 5-10% হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জি.টি.গ্রিফিফের অভিমতঃ গ্রিফিকতার 'Peputation problems of the Age of Mathus' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প বিপ্লবের ভাগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল স্থিতিশীল। তবে1760 খ্রিঃ পরে উন্নতির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং জীবযাপনের মানোন্নয়নের ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে।